OPEN ACCESS
IF 8.111

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 64
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 583 - 597
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - iii, Published on July issue 2026, Page No. 583 - 597
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

হুগলি জেলার শিক্ষার্থীদের শিক্ষাগত বৈষম্য : একটি সমীক্ষামূলক গবেষণা

ড. অর্পিতা বোলের
স্টেট এইডেড কলেজ টিচার – ১
শ্রী গোপাল ব্যানার্জি কলেজ
Email ID: arpitaboler1993@gmail.com
0009-0000-0694-4449

Received Date *15. 06. 2026*
Selection Date *15. 07. 2026*

Keyword
Educational Inequality, School Dropout, Women's Empowerment, Gender Discrimination, Secondary Education, Gender-based Expectations, Social Development, Hooghly District.

Abstract
This study tries to understand the educational inequalities among students in Hooghly district of West Bengal. Both quantitative and qualitative methods were used in this study. A total of 180 respondents participated in the study, including 150 students (75 boys and 75 girls), 15 teachers, and 15 parents. Information was collected through questionnaires and interviews.

The study attempts to understand educational inequality from the viewpoints of students, teachers, and parents. It explores the reasons behind these inequalities, their present condition, and their effects on students' educational opportunities. The findings show that factors such as family income, parents' educational background, place of residence, availability of educational resources, and access to technology play an important role in creating educational inequality.

At the same time, initiatives such as Kanyashree, Sarva Shiksha Abhiyan (SSA), Beti Bachao Beti Padhao, and other welfare program have played an important role in promoting girls' education and reducing dropout rates. These efforts have helped to create awareness and encourage greater educational participation among girls. Therefore, ensuring educational equality and achieving meaningful women's empowerment require the collective efforts of teachers, parents, communities, and government agencies.

The study also suggests some possible measures to reduce these inequalities and to ensure equal educational opportunities for all students. The findings may help teachers, parents, educational institutions, and policymakers to understand the problem better and take necessary steps to reduce educational inequality.

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 64
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 583 - 597
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Discussion

ভূমিকা : শিক্ষা একটি জাতির সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নের অন্যতম প্রধান ভিত্তি। ব্যক্তির জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ ও মানবিক গুণাবলির বিকাশে শিক্ষার ভূমিকা অপরিসীম। কিন্তু সমাজের সকল শ্রেণির মানুষ সমানভাবে শিক্ষার সুযোগ লাভ করে না। অর্থনৈতিক বৈষম্য, লিঙ্গবৈষম্য, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিবন্ধকতা, ভৌগোলিক অবস্থান এবং পারিবারিক পরিবেশের মতো বিভিন্ন কারণ শিক্ষার্থীদের মধ্যে শিক্ষাগত বৈষম্য সৃষ্টি করে, যা তাদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক বিকাশে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে (Sen, 1999; UNESCO, 2020)।

ভারতের সংবিধানে সকলের জন্য সমান শিক্ষার অধিকার স্বীকৃত হলেও বাস্তবে শিক্ষার ক্ষেত্রে এখনও বহু বৈষম্য বিদ্যমান। বিশেষ করে গ্রামীণ ও প্রান্তিক অঞ্চলের শিক্ষার্থীরা অর্থনৈতিক অসচ্ছলতা, পারিবারিক দায়িত্ব, অল্প বয়সে বিবাহ, সামাজিক কুসংস্কার এবং লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্যের কারণে শিক্ষা থেকে পিছিয়ে পড়ে (UDISE+, 2024–25; Government of West Bengal, 2023)। এর ফলে উচ্চশিক্ষায় অংশগ্রহণ এবং কর্মসংস্থানের সুযোগও সীমিত হয়ে পড়ে।

নারী ক্ষমতায়নের অন্যতম প্রধান ভিত্তি হলো শিক্ষা। শিক্ষিত নারী শুধু নিজের জীবনমানের উন্নয়নই ঘটান না, বরং পরিবার ও সমাজের সামগ্রিক উন্নয়নেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শিক্ষাকে মানুষের মুক্তি, মানবিকতা ও সৃজনশীলতার বিকাশের মাধ্যম হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন। অন্যদিকে বেগম রোকেয়া নারীর শিক্ষা ও আত্মনির্ভরশীলতাকে সামাজিক মুক্তির প্রধান শর্ত হিসেবে তুলে ধরেছেন (Tagore, 1929; Rokeya, 1905)। র্তমান সময়ে এই ভাবনাগুলি নারী ক্ষমতায়নের আলোচনায় সমানভাবে প্রাসঙ্গিক।

পশ্চিমবঙ্গের হুগলি জেলার সামাজিক ও শিক্ষাগত বাস্তবতায় দেখা যায় যে, আর্থ-সামাজিক বৈষম্য, পারিবারিক দায়িত্ব, শিক্ষার প্রতি সচেতনতার অভাব এবং লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্যের কারণে বহু শিক্ষার্থী, বিশেষত ছাত্রীদের শিক্ষাজীবনে প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয়। এই বৈষম্য তাদের উচ্চশিক্ষা, কর্মসংস্থান এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের সক্ষমতার ওপর দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব ফেলে (UNESCO, 2017; UDISE+, 2024–25)। তাই শিক্ষাগত বৈষম্য ও নারী ক্ষমতায়নের পারস্পরিক সম্পর্ক বিশ্লেষণ করা বর্তমান সময়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

হুগলি জেলার প্রেক্ষাপটে শিক্ষাগত বৈষম্যের প্রকৃতি, কারণ এবং নারীর ক্ষমতায়নের ওপর এর প্রভাব সম্পর্কে বাস্তবভিত্তিক তথ্য উপস্থাপন করাই এই গবেষণার মূল তাৎপর্য। গবেষণার ফলাফল শিক্ষাবিদ, নীতিনির্ধারক ও প্রশাসনের কাছে শিক্ষাক্ষেত্রে বৈষম্য হ্রাস এবং নারী ক্ষমতায়নমূলক কার্যকর নীতি প্রণয়নে সহায়ক হতে পারে।

এই গবেষণার উদ্দেশ্য হল হুগলি জেলার শিক্ষার্থীদের মধ্যে শিক্ষাগত বৈষম্যের কারণসমূহ চিহ্নিত করা, শিক্ষাগত বৈষম্য নারীর ক্ষমতায়নের ওপর কী ধরনের প্রভাব ফেলে তা বিশ্লেষণ করা এবং বৈষম্য দূরীকরণের জন্য প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদান করা।

বর্তমান গবেষণায় মিশ্র গবেষণা পদ্ধতি (Mixed Method Research Design) অনুসরণ করা হয়েছে। তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রশ্নপত্র (Questionnaire) এবং সাক্ষাৎকার (Interview Method)— উভয় পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে ১৫০ জন শিক্ষার্থীর নিকট থেকে প্রশ্নপত্রের সাহায্যে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। পাশাপাশি ১৫ জন অধ্যাপক এবং ১৫ জন অভিভাবকের সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে গুণগত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। সংগৃহীত তথ্য বর্ণনামূলক ও পরিসংখ্যানগত পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

সাহিত্য পর্যালোচনা : Bhattacharya (2024) হুগলি জেলার চুঁচুড়া অঞ্চলে নারী ক্ষমতায়নে শিক্ষার ভূমিকা নিয়ে গবেষণা করেন। গবেষণায় দেখা যায়, শিক্ষা নারীদের আত্মনির্ভরতা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা বৃদ্ধি করে, তবে আর্থ-সামাজিক প্রতিবন্ধকতা এখনও একটি বড় বাধা।

Bhowmik (2023) হুগলি জেলার রিষড়া অঞ্চলে বিদ্যালয় ত্যাগের কারণ নিয়ে গবেষণা করেন। তিনি দেখিয়েছেন যে দারিদ্র্য, পারিবারিক দায়িত্ব এবং অভিভাবকদের সচেতনতার অভাব বিদ্যালয় ত্যাগের প্রধান কারণ।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 64
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 583 - 597
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

UDISE+ (2022–23) প্রতিবেদনে হুগলি জেলার শিক্ষার অগ্রগতি বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, সরকারি উদ্যোগ সত্ত্বেও আর্থ-সামাজিক বৈষম্যের কারণে অনেক শিক্ষার্থী এখনও শিক্ষার মূলধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হচ্ছে।

Bhowmik (2023) হুগলি জেলার রিষড়া সার্কেলে বিদ্যালয় ত্যাগের সমস্যা নিয়ে একটি ক্ষেত্রসমীক্ষা পরিচালনা করেন। গবেষণায় দারিদ্র্য, অভিভাবকদের সচেতনতার অভাব এবং সামাজিক-অর্থনৈতিক প্রতিবন্ধকতাকে বিদ্যালয় ত্যাগের প্রধান কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

Sunny Baskey (2024) হুগলি জেলার আদিবাসী শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয় ত্যাগ ও সামাজিক বঞ্চনা নিয়ে গবেষণা করেন। গবেষণায় বর্ণনামূলক সমীক্ষা পদ্ধতি ব্যবহার করে দেখানো হয়েছে যে সামাজিক বঞ্চনা, দারিদ্র্য এবং শিক্ষার সীমিত সুযোগ শিক্ষাগত বৈষম্যকে আরও বাড়িয়ে তোলে।

পূর্ববর্তী গবেষণাগুলিতে শিক্ষাগত বৈষম্য, বিদ্যালয় ত্যাগ (Dropout), আর্থ-সামাজিক বৈষম্য এবং নারীশিক্ষার বিভিন্ন দিক পৃথকভাবে আলোচনা করা হয়েছে। তবে হুগলি জেলার শিক্ষার্থীদের মধ্যে শিক্ষাগত বৈষম্যের প্রকৃতি, কারণ এবং এর শিক্ষাজীবনের ওপর প্রভাবকে ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে বিশ্লেষণ করে, যেখানে শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি শিক্ষক ও অভিভাবকদের মতামতও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে— এমন গবেষণা খুবই সীমিত। তাই বর্তমান গবেষণাটি ১৫০ জন শিক্ষার্থী, ১৫ জন শিক্ষক এবং ১৫ জন অভিভাবকের তথ্যের ভিত্তিতে হুগলি জেলার শিক্ষার্থীদের শিক্ষাগত বৈষম্যের বাস্তব চিত্র তুলে ধরার উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয়েছে।

শিক্ষায় বৈষম্যের প্রকৃতি ও বর্তমান অবস্থা : Hooghly District Literacy (Latest Official Census Available) Census 2011 (Registrar General and Census Commissioner of India) -

সূচক	শতাংশ
মোট সাক্ষরতা হার	81.80%
পুরুষ	87.03%
মহিলা	76.36%

[**উৎস :** Office of the Additional District Magistrate & District Land and Land Reforms Officer, Hooghly (2023), District Survey Report of Hooghly District, p. 29]

হুগলী জেলার সাক্ষরতা অনুযায়ী এখানে male-female gap প্রায় 10.67%। এই তথ্য দ্বারা বোঝা যায় তুলনামূলক বৈষম্যের প্রভাব বেশি মেয়েদের উপরই পরে, কারণ শিক্ষায় তারা পিছিয়ে। জনগণনা অনুযায়ী হুগলী জেলার গড় সাক্ষরতার হার 81.81% এবং পুরুষদের সাক্ষরতা হচ্ছে 87.3%এবং মহিলাদের 76.36% অর্থাৎ জেলায় এখনো পুরুষ ও মহিলাদের শিক্ষার মধ্যে 10.67% পার্থক্য বিদ্যমান এই বৈষম্য শিক্ষাক্ষেত্রে লিঙ্গভিত্তিক অসমতার একটি দিক নির্দেশ করে বর্তমান গবেষণার প্রয়োজনীয়তা তাই আরও জোরালো করে তুলেছে এই লিঙ্গগত বৈষম্য। এত নতুন প্রকল্প, স্কলারশিপ, বৃত্তি সমস্ত সুযোগের পরেও শিক্ষার মধ্যে বৈষম্য থাকা খুবই অপ্রত্যাশিত, এই অপ্রত্যাশিত, বৈষম্যের কারণ এবং সেই বৈষম্য কিভাবে দূরীকরণ করা যায় তা নিয়ে হুগলি জেলায় খুব বিশেষ কোনো অধ্যয়ন হয়নি।

হুগলী জেলার ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের সময় শিক্ষায় বৈষম্যের কিছু অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও সংবেদনশীল দিক সামনে আসে, যা এই সমস্যার সামাজিক গভীরতাকে স্পষ্ট করে –

একজন ১৯ বছর বয়সী মুসলিম ছাত্রী সাক্ষাৎকারে জানায়, যে তার পরিবারে উচ্চশিক্ষা নিয়ে একটি নেতিবাচক সামাজিক ধারণা বিদ্যমান। তার পিতা ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকে মনে করতেন যে মেয়েদের উচ্চশিক্ষা প্রয়োজনীয় নয়। ফলে তিনি নিয়মিত কলেজে আসার জন্য যাতায়াত ভাড়া দিতেন না। তবুও ছাত্রীটি নিজের আগ্রহ ও শিক্ষার প্রতি দায়বদ্ধতার কারণে নানা অসুবিধা সত্ত্বেও কলেজে আসার চেষ্টা করত (Field Interview, 2026)। এই ঘটনা শিক্ষায় বৈষম্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ও মানসিক দিককে সামনে আনে, যেখানে পারিবারিক বিশ্বাস ও ধর্মীয় ব্যাখ্যা মেয়েদের শিক্ষার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

আরও কয়েকজন ছাত্রী জানিয়েছে যে কলেজে আসার আগে তাদের বাড়ির সমস্ত রান্না এবং গৃহস্থালির কাজ সম্পন্ন করতে হয়। এর ফলে তারা প্রায়শই দিনের প্রথম ক্লাসে উপস্থিত থাকতে পারে না (Field Interview, 2026)। এই পরিস্থিতি স্পষ্টভাবে দেখায় যে মেয়েদের উপর আরোপিত গৃহস্থালির দায়িত্ব তাদের শিক্ষার ধারাবাহিকতা এবং academic performance-এর উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।

অন্যদিকে, কিছু ছাত্র সাক্ষাৎকারে জানায় যে পারিবারিক আর্থিক চাপে তাদের shopping mall, দোকান বা অন্যান্য বেসরকারি কর্মস্থলে কাজ করতে হয়। বিশেষত কয়েকজন ছাত্র উল্লেখ করেছে যে ছোট ভাইবোনের পড়াশোনার খরচ বহনের জন্য তাদের উপার্জনে যুক্ত হতে হয়েছে। এর ফলে নিয়মিত কলেজে উপস্থিত থাকা সম্ভব হয় না এবং অনেক ক্ষেত্রে তারা পড়াশোনা অসম্পূর্ণ রেখে দেয়। সুতরাং বৈষম্য কেবল লিঙ্গ ভিত্তিক নয় বৈষম্য দেখা যায় সম্পদে সুযোগ-সুবিধায় আর্থিক মানসিক এবং সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে। এমনকি প্রত্যাশা তেও।

সমীক্ষার যৌক্তিকতা : শিক্ষা মানুষের জীবন গড়ে তোলার এবং সমাজের উন্নয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। কিন্তু এখনও অনেক শিক্ষার্থী আর্থিক অবস্থা, পারিবারিক পরিবেশ, লিঙ্গ এবং অন্যান্য সামাজিক কারণের জন্য সমান শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয় (UNESCO, 2023; NEP 2020)। এই বৈষম্য তাদের পড়াশোনা, আত্মবিশ্বাস এবং ভবিষ্যতের উন্নতির পথে বাধা সৃষ্টি করে। তাই শিক্ষাক্ষেত্রে এই বৈষম্যের কারণ ও প্রভাব সম্পর্কে জানা এবং তা কমানোর উপায় খুঁজে বের করা খুবই প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যেই বর্তমান গবেষণাটি পরিচালিত হয়েছে, যাতে শিক্ষক, অভিভাবক এবং নীতিনির্ধারকরা শিক্ষায় বৈষম্য কমানোর জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেন এই অধ্যয়নের ফলে বৈষম্যের বর্তমান অবস্থা প্রতিষ্ঠান ত্যাগের প্রবণতা আছে কিনা, সামাজিক কারণগুলি শুধুই লিঙ্গভিত্তিক নাকি আর্থসামাজিক অনুসন্ধান করা হয়েছে।

সমীক্ষার উদ্দেশ্য (Objectives of the Study) : এই সমীক্ষা**র** প্রধান উদ্দেশ্য হল হুগলী জেলার প্রেক্ষিতে শিক্ষায় বৈষম্যের ফলে বিদ্যালয় ত্যাগ (dropout) এবং তার নারীর ক্ষমতায়নের উপর প্রভাব বিশ্লেষণ করা। বিশেষভাবে এই গবেষণায় শিক্ষাগত বৈষম্যের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও লিঙ্গভিত্তিক দিকগুলি চিহ্নিত করার চেষ্টা করা হয়েছে। একই সঙ্গে এই বৈষম্যের কারণে ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাজীবনে কী ধরনের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয় এবং মেয়েদের ক্ষেত্রে তার দীর্ঘমেয়াদি সামাজিক প্রভাব কীভাবে প্রতিফলিত হয়, তা অনুসন্ধান করা হয়েছে।

A. সামাজিক স্তরে শিক্ষার্থী শিক্ষাগত সুযোগ কতটা ব্যবহার করতে পারছে কোন কোন বৈষম্যের কারণে তারা বঞ্চিত হচ্ছে তা অনুসন্ধান করা।
B. শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের মধ্যে লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্যের বর্তমান চিত্র নিরূপণ করা
C. শিক্ষায় সমসুযোগের প্রধান অন্তরায়গুলি চিহ্নিত করা।
D. বৈষম্য দূরীকরণের জন্য কি কি সম্ভাব্য উপায় অবলম্বন করতে হবে তা চিহ্নিত করা।
E. বৈষম্য ও বিদ্যালয় তার মোকাবিলায় সরকারি নীতিগুলির কার্যকারিতা নির্ণয় করা।
F. শিক্ষকদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে শিক্ষাগত বৈষম্যের কারণসমূহ অন্বেষণ করা।
G. অভিভাবকদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে শিক্ষার্থীদের শিক্ষাগত বৈষম্যের কারণ ও সম্ভাব্য সমাধান নির্ণয় করা।

গবেষণা পদ্ধতি (Research Method): বর্তমান গবেষণায় বর্ণনামূলক সমীক্ষা পদ্ধতি (Descriptive Survey Method) এবং সাক্ষাৎকার পদ্ধতি (Interview Method) অনুসরণ করা হয়েছে।

- **Research Approach**: বর্তমান গবেষণায় মিশ্র পদ্ধতি (Mixed Method Approach) অনুসরণ করা হয়েছে। গবেষণায় পরিমাণগত (Quantitative) ও গুণগত (Qualitative) উভয় ধরনের তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে প্রশ্নমালার মাধ্যমে পরিমাণগত তথ্য এবং শিক্ষক ও অভিভাবকদের সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে গুণগত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

- **অধ্যয়নের ক্ষেত্র (Study Area):** গবেষণাটি পশ্চিমবঙ্গের হুগলী জেলায় পরিচালিত হয়েছে। তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে হুগলী উইমেন্স কলেজ (HWC) এবং শ্রী গোপাল ব্যানার্জি কলেজ (SGBC)। বাগাটি রামগোপাল বিদ্যালয় থেকে।
- **গবেষণার জনসমষ্টি (Population):** হুগলী উইমেন্স কলেজ এবং শ্রী গোপাল ব্যানার্জি কলেজ এবং বাগাটি রামগোপাল বিদ্যালয়ের একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থীরাও এই অধ্যয়নের জনসমষ্টি হিসেবে বিবেচিত হয়েছে।
- **নমুনা ও নমুনায়ন পদ্ধতি (Sample and Sampling Technique):** মোট ১৫০ জন শিক্ষার্থীকে নমুনা হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে এবং গুণগত তথ্য সংগ্রহের জন্য ১৫ জন শিক্ষক ও ১৫ জন অভিভাবককে উদ্দেশ্যমূলক নমুনায়ন পদ্ধতির (Purposive Sampling Technique) মাধ্যমে নির্বাচন করা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের নির্বাচনের ক্ষেত্রে স্তরবিন্যস্ত দৈব নমুনায়ন পদ্ধতি (Stratified Random Sampling Technique) অনুসরণ করা হয়েছে।
- **তথ্য সংগ্রহের উপকরণ (Tool):** তথ্য সংগ্রহের জন্য শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নমালা (Structured Questionnaire) এবং পরিস্থিতি সম্পর্কে আরও গভীর ধারণা লাভের জন্য শিক্ষক ও অভিভাবকদের সাক্ষাৎকার পদ্ধতির মাধ্যমে মতামত নেওয়ার চেষ্টা করেছি। শিক্ষক ও অভিভাবকদের ক্ষেত্রে কাঠামোবদ্ধ সাক্ষাৎকার সূচি (Structured Interview Schedule) ব্যবহার করা হয়েছে। গবেষণাটিকে আরও সমৃদ্ধ করার জন্য বিভিন্ন বই, গবেষণা প্রবন্ধ এবং প্রতিবেদন থেকে গৌণ তথ্য (secondary data) সংগ্রহ করা হয়েছে।
- **তথ্য বিশ্লেষণের পদ্ধতি (Data Analysis) :** পরিমাণগত তথ্য শতকরা হার (Percentage) ও বর্ণনামূলক পরিসংখ্যান (Descriptive Statistics)-এর মাধ্যমে বিশ্লেষণ করা হয়েছে এবং গুণগত তথ্য বিষয়ভিত্তিক বিশ্লেষণ (Thematic Analysis)-এর মাধ্যমে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

তথ্য বিশ্লেষণ : নমুনা সারণি (Sample Table) -

নমুনার ধরন	সংখ্যা
মোট শিক্ষার্থী	150
ছাত্র	75
ছাত্রী	75
শিক্ষক	15
অভিভাবক	15
বয়সসীমা	16–22 বছর
অঞ্চল	হুগলী জেলার গ্রামীণ ও আধা-শহুরে এলাকা
মোট	180

এই নমুনা নির্বাচন শিক্ষার্থীদের সামাজিক ও পারিবারিক বাস্তবতার বৈচিত্র্যকে প্রতিফলিত করেছে।

সারণি - 1. শিক্ষার্থীদের পরিমাণগত তথ্য বিশ্লেষণ -

সারণি - 1 : উত্তর দাতার লিঙ্গভিত্তিক বণ্টন (Distribution of Sample)

লিঙ্গ	**সংখ্যা (f)**
ছেলে	75
মেয়ে	75
মোট	150

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 64
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 583 - 597
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

চিত্র ১: উত্তরদাতাদের লিঙ্গভিত্তিক বন্টন (n=150)

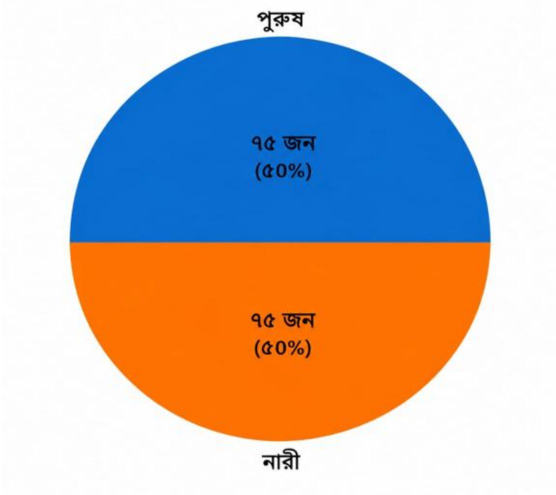

বিশ্লেষণ : চিত্র থেকে দেখা যায় মোট 150 জন নমুনার মধ্যে 75 জন পুরুষ ও 75 জন মহিলা গবেষণার উভয় লিঙ্গের সমান প্রতিনিধিত্ব করা হয়েছে যা লিঙ্গ ভিত্তিক বৈষম্য বিশ্লেষণে উপযোগী। [**উৎস :** গবেষকের নিজস্ব ক্ষেত্রসমীক্ষায় সংগৃহীত তথ্য, ২০২৬ (n = 150)।]

সারণি- 2 শিক্ষাগত বৈষম্যের প্রধান কারণ সমূহ –

NO	বৈষম্যের কারণ	শিক্ষার্থীর সংখ্যা (f)	শতকরা
1	আর্থিক সমস্যা	70	46.67
2	পারিবারিক সমস্যা	62	41.33
3	লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্য	32	21.33
4	পরিবহন সমস্যা	16	10.67
5	ধর্মীয়/ সামাজিক বাধা	36	24.00
6	অন্যান্য	30	20.00

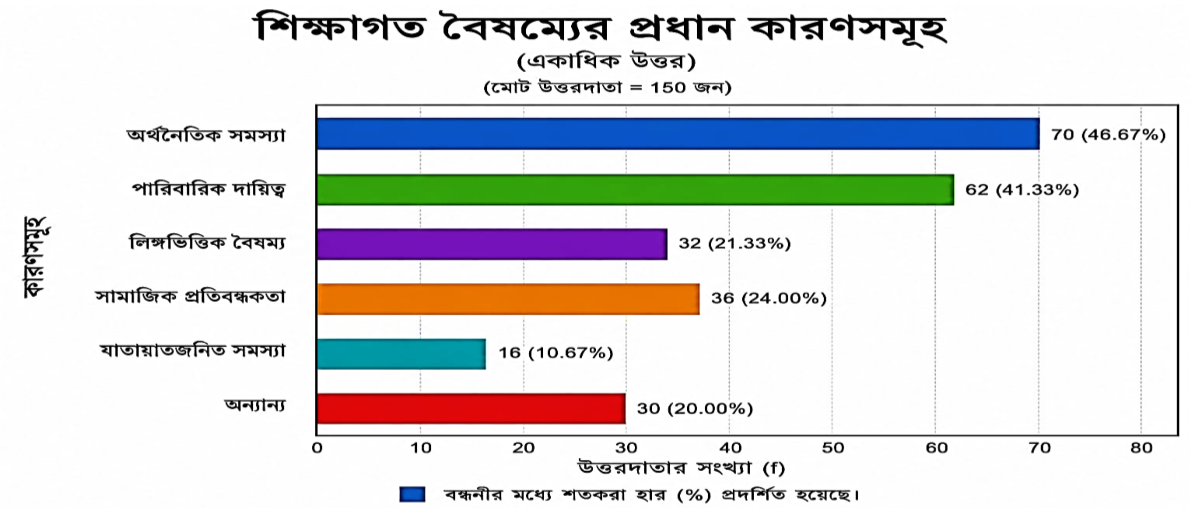

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 64
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 583 - 597
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

বিশ্লেষণ : চিত্র থেকে দেখা যায় যে, শিক্ষাগত বৈষম্যের প্রধান যে কারণসমূহ চিহ্নিত করা হয়েছে সর্বাধিক শিক্ষার্থী 46.67% অর্থনৈতিক সমস্যাকে চিহ্নিত করেছে। পারিবারিক দায়িত্ব 41.33% সামাজিক বাধা 24% লিঙ্গ ভিত্তিক বৈষম্য 21.33% শতাংশ তুলনামূলক পরিবহন সমস্যা কোন দেখা যাচ্ছে 10.67%। ফলাফল থেকে স্পষ্ট যে অর্থনৈতিক ও পারিবারিক কারণগুলিতে বৈষম্য সৃষ্টিতে বেশি ভূমিকা পালন করছে। [**উৎস :** গবেষকের নিজস্ব ক্ষেত্রসমীক্ষায় সংগৃহীত তথ্য, ২০২৬ (n = 150)।]

সারণি-3 শিক্ষা ক্ষেত্রে বৈষম্য কমাতে শিক্ষার্থী দের মতামত (প্রস্তাবিত পদক্ষেপ)

NO	পরামর্শ	শিক্ষার্থীর সংখ্যা (f)	শতকরা
1	আর্থিক সহায়তা বৃদ্ধি	76	50.67
2	বৃত্তির সংখ্যা বৃদ্ধি	63	42.00
3	সচেতনতা বৃদ্ধি	50	33.33
4	পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতি	45	30.00
5	লিঙ্গবৈষম্য হ্রাস	33	22.00
6	অভিভাবক দের সহযোগিতা	65	43.33
7	শিক্ষক ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা	32	21.33

চিত্র 3: শিক্ষাগত বৈষম্য কমাতে গৃহীত পদক্ষেপ সম্পর্কে শিক্ষাথীদের মতামত

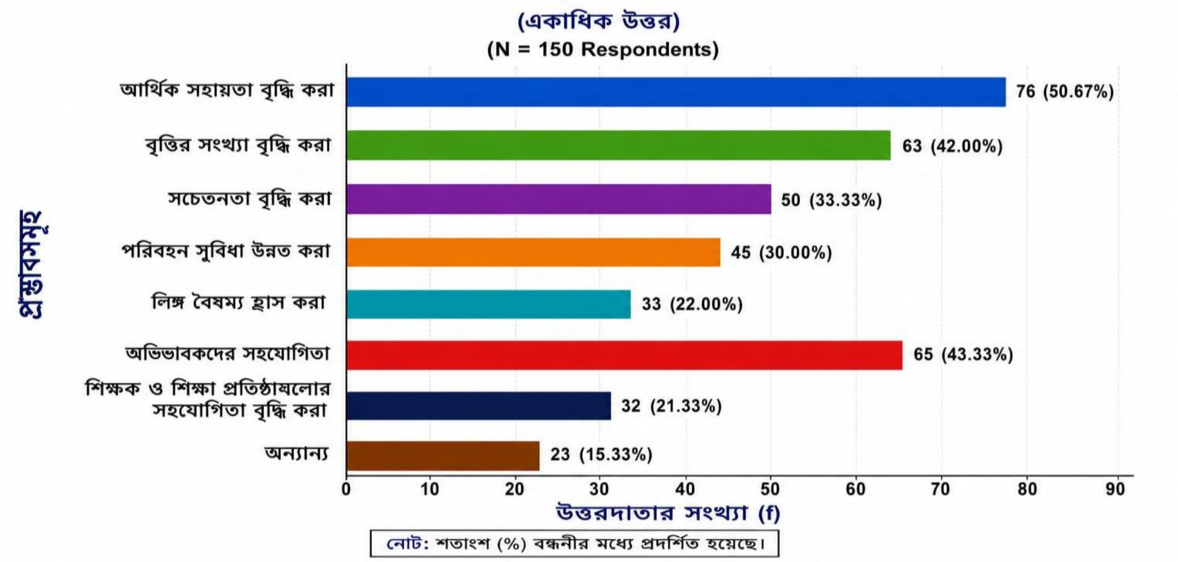

বিশ্লেষণ : চিত্র থেকে শিক্ষাগত বৈষম্য দূরীকরণের জন্য পদক্ষেপ হিসেবে সর্বাধিক সংখ্যা শিক্ষার্থীরা ৫০.৬৭ শতাংশ আর্থিক সহায়তা বৃদ্ধির প্রস্তাব দিয়েছে অভিভাবকদের সহযোগিতা বৃদ্ধির ৪৩.৩৩ শতাংশ বৃদ্ধি এবং বৃত্তি সংখ্যা বৃদ্ধি ৪২ শতাংশ সচেতনতা বৃদ্ধি ৩৩.৩৩ শতাংশ পরিবহন উন্নতি কেউ 30 শতাংশ সমাধান হিসেবে শিক্ষার্থীরা চিহ্নিত করেছে। পারিবারিক সহযোগিতা, সরকারি সহায়তা, অভিভাবকদের সহযোগিতা ও বৃত্তি বৃদ্ধি পেলে বৈষম্য হ্রাস পাবে। [**উৎস :** গবেষকের নিজস্ব ক্ষেত্রসমীক্ষায় সংগৃহীত তথ্য, ২০২৬ (n = 150)।]

সারণি - 4 শিক্ষার্থীদের উপর লিঙ্গভিত্তিক চাপের ধরন -

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 64
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 583 - 597
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

NO	চাপের ধরন	ছেলেসংখ্যা	শতকরা	মেয়েসংখ্যা	শতকরা
1	বিয়ের চাপ	0	0	64	85
2	অর্থ উপার্জনের চাপ	67	50	9	12
3	গৃহস্থলির কাজ	10	15	61	81

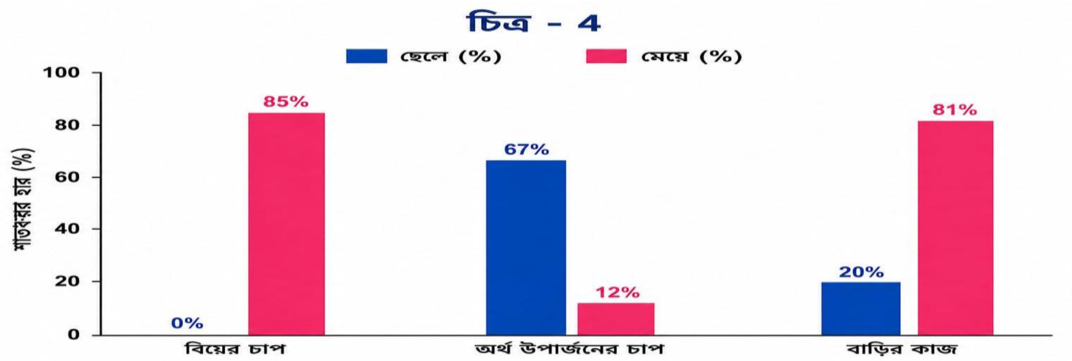

বিশ্লেষণ : চিত্র থেকে দেখা যায় যে মোট নমুনার মেয়েদের বেশিরভাগ 85% বিয়ের চাপের মধ্যে পড়ে, যেখানে ছেলেরা অর্থ উপার্জন চাপের সম্মুখীন হয় 67%, তবে 12% মেয়েরাও অর্থ উপার্জনের চাপের সম্মুখীন হয়। গৃহস্থলির কাজের ক্ষেত্রে মেয়েদের মধ্যে 81% প্রভাব বেশি দেখা যায় তবে ছেলেদের মধ্যেও 20% গৃহস্থলীর কাজের দায়িত্ব বিদ্যমান। এই ফলাফলটি দ্বারা অনুধাবন করার যায় এখনো প্রচলিত লিঙ্গভিত্তিক ভূমিকা ও প্রত্যাশা ছেলে ও মেয়েদের শিক্ষা জীবনকে ভিন্নভাবে প্রভাবিত করছে। এটি শিক্ষাগত লিঙ্গগত বৈষম্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ চিত্র তুলে ধরে। [**উৎস :** গবেষকের নিজস্ব ক্ষেত্রসমীক্ষায় সংগৃহীত তথ্য, ২০২৬ (n = 150)।]

সারণি-5 বৃত্তি বা সরকারি আর্থিক সাহায্য প্রাপ্ত শিক্ষার্থী -

NO	উত্তর	সংখ্যা	শতকরা
1	হ্যাঁ	96	64
2	না	54	36
3	**মোট**	150	100

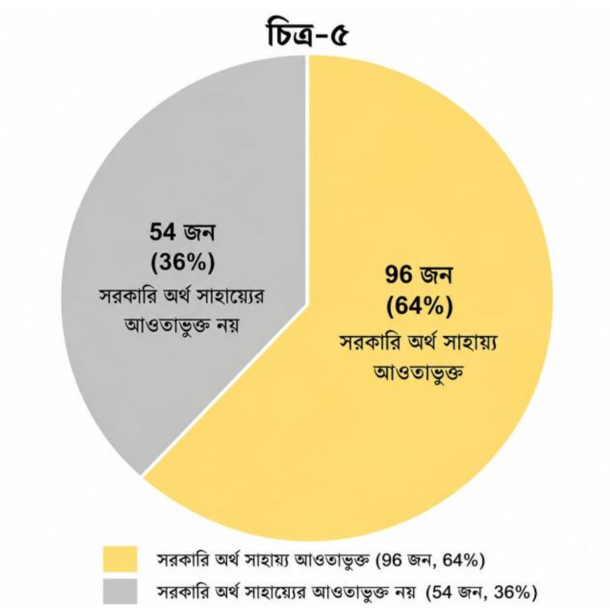

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 64
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 583 - 597
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

বিশ্লেষণ : সারণী পাঁচ চিত্র পাঁচ থেকে দেখা যাচ্ছে মোট 150 জন শিক্ষার্থীর মধ্যে 96 জন কোন না কোন বৃত্তি বা সরকারি আর্থিক সহায়তা পাচ্ছে বাকি 54 জন পায় না, এটি নির্দেশ করে বেশিরভাগ মানুষের কাছে সরকারি সহযোগিতা পৌঁছেছে। যা একটি ইতিবাচক দিক।

[উৎস : গবেষকের নিজস্ব ক্ষেত্রসমীক্ষায় সংগৃহীত তথ্য, ২০২৬ (n = 150)।]

সারণি-6 উচ্চ শিক্ষা সম্পর্কে মতামত -

বৈষম্যের কারণ	**শিক্ষার্থীর সংখ্যা (f)**	**শতকরা**
আর্থিক কারণে ভবিষ্যত শিক্ষা জীবন অনিশ্চিত	58	38.67%
উচ্চশিক্ষা চালাতে আগ্রহী	33	22%
ড্রপ আউট প্রবণতা	21	14%
পারিবারিক কারণে বা অসহযোগিতার কারণে অনিশ্চিত	25	16.67%
অন্যান্য	10	6.67%

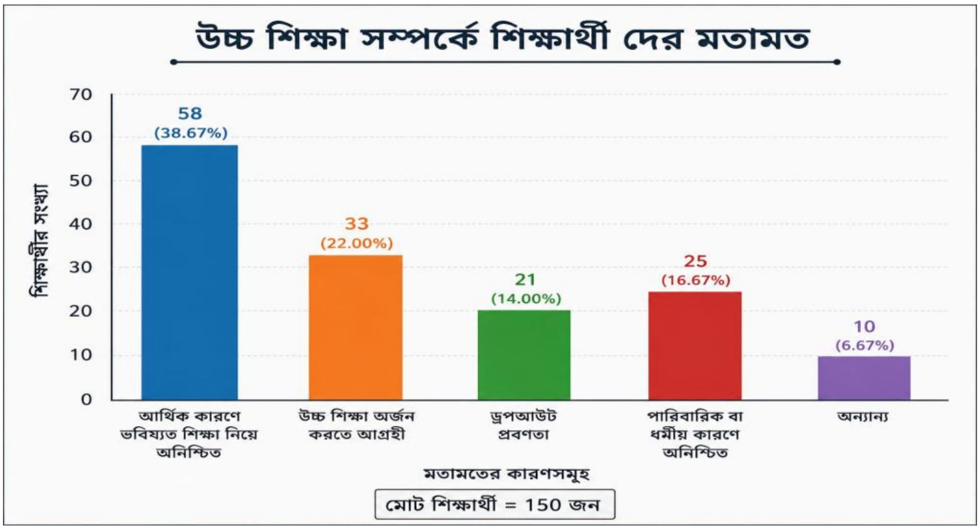

বিশ্লেষণ : চিত্র থেকে দেখা দিচ্ছে সর্বাধিক সংখ্যক শিক্ষার্থী 35.33% আর্থিক কারণে ভবিষ্যত শিক্ষা জীবন অনিশ্চিত 38.67% উচ্চশিক্ষা চালাতে চায় 20.67% শিক্ষার্থী পারিবারিক কারণে বা অসহযোগিতা কারণে অনিশ্চিত 17.33 শতাংশ শিক্ষার্থীদের মধ্যে পড়াশোনা ছেড়ে ড্রপ আউট প্রবণতা দেখা দিচ্ছে। ড্রপ আউট প্রবণ শিক্ষার্থীদের সম্পর্কে একটি চিত্র পাওয়া যায়।

[উৎস : গবেষকের নিজস্ব ক্ষেত্রসমীক্ষায় সংগৃহীত তথ্য, ২০২৬ (n = 150)।]

শিক্ষক ও অভিভাবকদের গুণগত তথ্য বিশ্লেষণ : শিক্ষকদের এবং অভিভাবকদের সাক্ষাৎকারের তথ্যগুলি থিম্যাটিক বিশ্লেষণ (Thematic Analysis) পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সাক্ষাৎকারের উত্তরগুলিকে বিষয়ভিত্তিকভাবে শ্রেণিবদ্ধ করে বিভিন্ন থিম নির্ধারণ করা হয়েছে।

শিক্ষকদের সাক্ষাৎকারের বিশ্লেষণ : শিক্ষাগত বৈষম্যের কারণ, শিক্ষার্থীদের শিক্ষাজীবনে এর প্রভাব এবং বৈষম্য হ্রাসের সম্ভাব্য উপায় সম্পর্কে ১৫ জন শিক্ষকের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। সাক্ষাৎকারের তথ্য thematic analysis-এর মাধ্যমে বিশ্লেষণ করে নিম্নলিখিত প্রধান বিষয়গুলো চিহ্নিত করা হয়েছে।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 64
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 583 - 597
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

উৎস-সংক্রান্ত নোট : এই অংশে উপস্থাপিত তথ্য গবেষকের নিজস্ব ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে সংগৃহীত ১৫ জন শিক্ষকের semi-structured interview-এর ভিত্তিতে প্রস্তুত করা হয়েছে। সাক্ষাৎকারদাতাদের গোপনীয়তা রক্ষার্থে প্রকৃত নামের পরিবর্তে T1–T15 কোড ব্যবহার করা হয়েছে।

- **শিক্ষার্থীদের মধ্যে সচেতনতার অভাব—** শিক্ষকদের বক্তব্য থেকে প্রতীয়মান হয় যে অনেক শিক্ষার্থী উচ্চশিক্ষার বিভিন্ন সুযোগ, বৃত্তি, কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে পর্যাপ্ত তথ্যের অভাবে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে না। এই সচেতনতার অভাব শিক্ষার্থীদের মধ্যে শিক্ষার প্রতি অনীহা সৃষ্টি করছে এবং অনেকক্ষেত্রে শিক্ষাগত বৈষম্যের কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। (উৎস : T1, T3, T6 ও T9 — শিক্ষক সাক্ষাৎকার, ক্ষেত্রসমীক্ষা, ২০২৬)
- **উচ্চশিক্ষার প্রতি আগ্রহ হ্রাস—** অধিকাংশ শিক্ষক মনে করেন যে নানা সামাজিক, অর্থনৈতিক ও পারিবারিক সমস্যার কারণে বর্তমানে অনেক শিক্ষার্থী উচ্চশিক্ষার প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলছে। শিক্ষার্থীদের একাংশ দ্রুত কর্মসংস্থানের দিকে ঝুঁকছে, আবার অনেকেই ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অনিশ্চয়তা ও সঠিক দিকনির্দেশনার অভাবে উচ্চশিক্ষা গ্রহণে উৎসাহ হারাচ্ছে। শিক্ষকদের মতে, এই প্রবণতা শিক্ষার্থীদের শিক্ষাগত অগ্রগতি ও সামগ্রিক বিকাশের ক্ষেত্রে একটি উদ্বেগজনক বিষয়। (উৎস: T1, T5, T11 ও T15 — শিক্ষক সাক্ষাৎকার, ক্ষেত্রসমীক্ষা, ২০২৬)
- **প্রথম প্রজন্মের শিক্ষার্থীদের সমস্যা—** শিক্ষকদের সাক্ষাৎকারে আরও জানা যায় যে প্রথম প্রজন্মের শিক্ষার্থীরা তুলনামূলকভাবে বেশি সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। যেহেতু তাদের পরিবারের সদস্যদের অধিকাংশই পূর্বে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করেননি, তাই তারা বাড়িতে পর্যাপ্ত শিক্ষাগত সহায়তা, পরামর্শ এবং অনুকূল শিক্ষার পরিবেশ পায় না। ফলে পড়াশোনার বিভিন্ন সমস্যা সমাধান, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা এবং উচ্চশিক্ষা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে তারা পিছিয়ে পড়ছে, যা শিক্ষাগত বৈষম্য বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। (উৎস: T5, T7, T9, ও T13 — শিক্ষক সাক্ষাৎকার, ক্ষেত্রসমীক্ষা, ২০২৬)
- **শিক্ষাগত বৈষম্যের বহুমাত্রিক কারণ—** শিক্ষকরা মনে করেন যে শিক্ষাগত বৈষম্য কেবল অর্থনৈতিক বা লিঙ্গভিত্তিক কারণে সৃষ্টি হয় না। এর সঙ্গে পারিবারিক পরিবেশ, সামাজিক পরিস্থিতি, সচেতনতার অভাব, সঠিক তথ্যের অভাব, মানসিক চাপ এবং প্রথম প্রজন্মের শিক্ষার্থীদের সমস্যাও গভীরভাবে জড়িত। তাই শিক্ষাগত বৈষম্যকে একটি বহুমাত্রিক সমস্যা হিসেবে বিবেচনা করা প্রয়োজন। (উৎস : T3, T4,, T10, ও T15 — শিক্ষক সাক্ষাৎকার, ক্ষেত্রসমীক্ষা, ২০২৬)
- **শিক্ষক-অভিভাবক সমন্বয়ের প্রয়োজনীয়তা—** অধিকাংশ শিক্ষক মত প্রকাশ করেছেন যে শিক্ষার্থীদের সমস্যাগুলি যথাসময়ে চিহ্নিত ও সমাধান করার জন্য শিক্ষক ও অভিভাবকদের মধ্যে নিয়মিত যোগাযোগ ও সহযোগিতা অত্যন্ত জরুরি। শিক্ষকদের মতে, বিদ্যালয় এবং পরিবারের মধ্যে সুসম্পর্ক গড়ে উঠলে শিক্ষার্থীদের শিক্ষাগত, মানসিক এবং সামাজিক সমস্যাগুলি দ্রুত চিহ্নিত করা সম্ভব হবে এবং শিক্ষাগত বৈষম্য হ্রাসে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করবে। (উৎস : T7, T9, ও T13 — শিক্ষক সাক্ষাৎকার, ক্ষেত্রসমীক্ষা, ২০২৬)

অভিভাবকদের সাক্ষাৎকারের বিশ্লেষণ : গবেষণার গুণগত অংশে মোট ১৫ জন অভিভাবকের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। শিক্ষাগত বৈষম্যের কারণ, শিক্ষার্থীদের শিক্ষাজীবনে পারিবারিক ও আর্থিক প্রতিবন্ধকতা, উচ্চশিক্ষা সম্পর্কে অভিভাবকদের ধারণা এবং শিক্ষার্থীদের শিক্ষায় অভিভাবকদের ভূমিকা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। সাক্ষাৎকারের তথ্য thematic analysis-এর মাধ্যমে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সাক্ষাৎকার দাতাদের গোপনীয়তা রক্ষার্থে প্রকৃত নামের পরিবর্তে P1–P15 কোড ব্যবহার করা হয়েছে।

- **অর্থনৈতিক সমস্যার প্রভাব** - অধিকাংশ অভিভাবক উল্লেখ করেছেন যে আর্থিক অসচ্ছলতা তাদের সন্তানদের শিক্ষাজীবনের অন্যতম প্রধান বাধা। পরিবারের সীমিত আয়ের কারণে অনেক সময় সন্তানদের শিক্ষার জন্য

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 64
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 583 - 597
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

প্রয়োজনীয় খরচ বহন করা সম্ভব হয় না। ফলে অনেক শিক্ষার্থী বিভিন্ন শিক্ষাসামগ্রী থেকে বঞ্চিত হয় এবং তাদের পড়াশোনা ব্যাহত হয়। [উৎস: P1, P3, P5 ও P8; Parent Interview, Field Survey, 2026]

- **শিক্ষাসামগ্রী ও প্রযুক্তিগত সম্পদের অভাব** - অভিভাবকদের মতে, অনেক পরিবার খাতা, বই, রেফারেন্স বই এবং অন্যান্য শিক্ষাসামগ্রী নিয়মিতভাবে সরবরাহ করতে পারে না। বিশেষত অনলাইন শিক্ষার সময় অনেক পরিবার মোবাইল ফোন, স্মার্ট ডিভাইস, ইন্টারনেট সংযোগ বা অন্যান্য প্রয়োজনীয় প্রযুক্তিগত উপকরণের ব্যবস্থা করতে পারেনি। এর ফলে অনেক শিক্ষার্থী নিয়মিত পাঠদানে অংশগ্রহণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছে এবং শিক্ষাগত বৈষম্য আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। (উৎস : P3, P5, P12 ও P15; Parent Interview, Field Survey, 2026.)
- **সঠিক তথ্য ও সচেতনতার অভাব** - অনেক অভিভাবক স্বীকার করেছেন যে উচ্চশিক্ষা, বৃত্তি, সরকারি প্রকল্প এবং ভবিষ্যৎ শিক্ষার সুযোগ সম্পর্কে পর্যাপ্ত তথ্যের অভাব রয়েছে। এই তথ্যগত সীমাবদ্ধতার কারণে তারা অনেক সময় সন্তানদের যথাযথভাবে দিকনির্দেশনা দিতে পারেন না, যার প্রভাব শিক্ষার্থীদের শিক্ষাজীবনের ওপর পড়ে। (উৎস : P4, P7, P10 ও P13; Parent Interview, Field Survey, 2026.)
- **প্রথম প্রজন্মের শিক্ষার্থীদের সমস্যা** - কিছু অভিভাবকের বক্তব্য থেকে বোঝা যায় যে প্রথম প্রজন্মের শিক্ষার্থীদের পরিবারে শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে পর্যাপ্ত ধারণা নেই। যেহেতু পরিবারের সদস্যদের অধিকাংশই উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করেননি, তাই তারা সন্তানদের পড়াশোনার বিভিন্ন বিষয়, উচ্চশিক্ষার সুযোগ এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে যথাযথভাবে সহায়তা করতে পারেন না। ফলে এই শিক্ষার্থীরা অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষাগতভাবে পিছিয়ে পড়ে এবং বৈষম্যের শিকার হয়। (উৎস : P2, P7, P11 ও P15; Parent Interview, Field Survey, 2026)
- **শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে সীমিত উপলব্ধি** - কিছু অভিভাবক মনে করেন যে পরিবারের আর্থিক ও সামাজিক সমস্যার কারণে অনেক সময় শিক্ষার দীর্ঘমেয়াদি গুরুত্ব যথাযথভাবে উপলব্ধি করা যায় না। এর ফলে সন্তানদের শিক্ষাজীবনে নিয়মিত উৎসাহ ও সহযোগিতা প্রদানে ঘাটতি দেখা দেয়, যা শিক্ষাগত বৈষম্য বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখে। (উৎস: P1, P6, P9 ও P14; Parent Interview, Field Survey, 2026)

১৫ জন অভিভাবকের সাক্ষাৎকারের বিষয়ভিত্তিক বিশ্লেষণ থেকে প্রতীয়মান হয় যে শিক্ষাগত বৈষম্য কোনো একক কারণে সৃষ্টি হয় না। অর্থনৈতিক সমস্যা, পারিবারিক দায়িত্ব, সামাজিক প্রতিবন্ধকতা, লিঙ্গভিত্তিক প্রত্যাশা, তথ্যের অভাব এবং প্রথম প্রজন্মের শিক্ষার্থীদের পারিবারিক শিক্ষাগত সহায়তার সীমাবদ্ধতা পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে শিক্ষার্থীদের শিক্ষাজীবনে প্রভাব ফেলে।

বিশেষভাবে, অভিভাবকদের আর্থিক সীমাবদ্ধতা এবং শিক্ষার সুযোগ সম্পর্কে পর্যাপ্ত তথ্যের অভাব শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষায় প্রবেশ ও তা অব্যাহত রাখার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে। একই সঙ্গে শিক্ষক–অভিভাবক যোগাযোগ, counseling, mentoring, scholarship সম্পর্কে সচেতনতা এবং নিয়মিত follow-up ব্যবস্থা শিক্ষাগত বৈষম্য ও dropout tendency কমাতে কার্যকর হতে পারে।

প্রধান অনুসন্ধান : গবেষণায় সংগৃহীত পরিমাণগত ও গুণগত তথ্যের বিশ্লেষণের ভিত্তিতে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অনুসন্ধান উঠে এসেছে। শিক্ষার্থীদের প্রশ্নমালা, শিক্ষক ও অভিভাবকদের সাক্ষাৎকার থেকে প্রাপ্ত তথ্যের সমন্বিত বিশ্লেষণে শিক্ষাগত বৈষম্যের বিভিন্ন কারণ, তার প্রভাব এবং বৈষম্য হ্রাসের সম্ভাব্য উপায় সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া গেছে। নিম্নে গবেষণার প্রধান অনুসন্ধানসমূহ উপস্থাপন করা হল।

1. গবেষণায় অংশগ্রহণকারী অধিকাংশ শিক্ষার্থী শিক্ষাগত বৈষম্যের প্রধান কারণ হিসেবে অর্থনৈতিক সমস্যাকে চিহ্নিত করেছে।
2. পারিবারিক দায়িত্ব, সামাজিক প্রতিবন্ধকতা এবং লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্য শিক্ষার্থীদের শিক্ষাজীবনে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলছে।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 64
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 583 - 597
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

3. উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শিক্ষার্থী বিভিন্ন সরকারি আর্থিক সহায়তা ও বৃত্তি পেলেও এখনও অনেক শিক্ষার্থী এসব সুবিধার বাইরে রয়েছে।
4. গবেষণায় অংশগ্রহণকারী অধিকাংশ শিক্ষার্থী মনে করেছে যে অর্থনৈতিক অসচ্ছলতা শিক্ষাগত বৈষম্যের অন্যতম প্রধান কারণ এবং এটি তাদের শিক্ষাজীবনে নানাবিধ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে।
5. পারিবারিক দায়িত্ব, সামাজিক প্রতিবন্ধকতা এবং লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্য শিক্ষার্থীদের শিক্ষার সুযোগ ও অগ্রগতির ওপর উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলছে।
6. যদিও অনেক শিক্ষার্থী বিভিন্ন সরকারি আর্থিক সহায়তা ও বৃত্তির সুবিধা পাচ্ছে, তবুও একটি উল্লেখযোগ্য অংশ এখনও এই সুযোগ-সুবিধার বাইরে রয়ে গেছে।
7. শিক্ষার্থীদের মধ্যে ভবিষ্যৎ শিক্ষা, উচ্চশিক্ষার সুযোগ এবং আর্থিক সক্ষমতা নিয়ে অনিশ্চয়তা লক্ষ্য করা গেছে, যা কিছু ক্ষেত্রে বিদ্যালয় ত্যাগের প্রবণতাকেও উৎসাহিত করছে।
8. শিক্ষক ও অভিভাবকদের সাক্ষাৎকারে উঠে এসেছে যে বর্তমানে অনেক শিক্ষার্থীর মধ্যে উচ্চশিক্ষা সম্পর্কে সচেতনতার অভাব এবং উচ্চশিক্ষার প্রতি আগ্রহ হ্রাসের প্রবণতা পরিলক্ষিত হচ্ছে।
9. শিক্ষক ও অভিভাবকদের মতে, সঠিক তথ্য, পরামর্শ ও দিকনির্দেশনার অভাব অনেক শিক্ষার্থীকে বিভ্রান্ত করছে এবং তাদের শিক্ষাগত অগ্রগতিকে ব্যাহত করছে।
10. গবেষণায় প্রতীয়মান হয়েছে যে শিক্ষাগত বৈষম্য একটি বহুমাত্রিক সমস্যা; এটি কেবল অর্থনৈতিক বা লিঙ্গভিত্তিক কারণের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং পারিবারিক, সামাজিক, মানসিক, সাংস্কৃতিক এবং তথ্যগত বিভিন্ন কারণের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত।
11. প্রথম প্রজন্মের শিক্ষার্থীরা পারিবারিক শিক্ষাগত সহায়তা, অনুকূল শিক্ষার পরিবেশ এবং যথাযথ দিকনির্দেশনার অভাবে তুলনামূলকভাবে বেশি সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে, যা তাদের শিক্ষাজীবনে বৈষম্যের সৃষ্টি করছে।
12. মেয়ে শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে বিয়ের চাপ ও গৃহস্থালির কাজের দায়িত্ব এবং ছেলে শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে অল্প বয়সে অর্থ উপার্জনের চাপ শিক্ষার পথে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবন্ধকতা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।
13. শিক্ষক ও অভিভাবক উভয়েই মনে করেন যে শিক্ষার্থীদের সমস্যা যথা সময়ে চিহ্নিত ও সমাধানের জন্য শিক্ষক-অভিভাবকদের মধ্যে নিয়মিত যোগাযোগ, সহযোগিতা এবং সমন্বয় অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।
14. শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও অভিভাবকদের মতামতের সমন্বিত বিশ্লেষণ থেকে প্রতীয়মান হয়েছে যে আর্থিক সহায়তা বৃদ্ধি, সচেতনতা উন্নয়ন, সঠিক দিকনির্দেশনা প্রদান, প্রথম প্রজন্মের শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ সহায়তা এবং বিদ্যালয়-পরিবার-সমাজের সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে শিক্ষাগত বৈষম্য উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করা সম্ভব।

সরকারি গৃহীত উদ্যোগ ও সমস্যা সমাধনে তাদের ভূমিকা : শিক্ষাগত বৈষম্য, বিদ্যালয় ত্যাগ এবং নারীর ক্ষমতায়নের মতো সমস্যাগুলি মোকাবিলার জন্য কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার দীর্ঘদিন ধরেই বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ গ্রহণ করে আসছে। এই প্রকল্পগুলির মূল লক্ষ্য হল শিক্ষার্থীদের, বিশেষ করে মেয়েদের, শিক্ষার মূল স্রোতে ধরে রাখা এবং তাদের ভবিষ্যৎকে আরও সুরক্ষিত করা।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা ও নারীকল্যাণমূলক উদ্যোগ : শিক্ষাগত বৈষম্য হ্রাস, বিদ্যালয় ত্যাগ (Dropout) রোধ এবং নারীশিক্ষার প্রসারের লক্ষ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার বিভিন্ন সময়ে একাধিক কল্যাণমূলক প্রকল্প গ্রহণ করেছে। কন্যাশ্রী প্রকল্প কিশোরীদের বিদ্যালয়ে ধরে রাখা, অল্পবয়সে বিবাহ রোধ এবং উচ্চশিক্ষায় উৎসাহিত করার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে (Government of West Bengal)। একইভাবে সবুজ সাথী প্রকল্পের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সাইকেল প্রদান করে বিদ্যালয়ে যাতায়াত সহজ করা হয়েছে এবং ঐক্যশ্রী ও অন্যান্য বৃত্তিমূলক সহায়তা কর্মসূচি অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল শিক্ষার্থীদের শিক্ষাজীবন অব্যাহত রাখতে সহায়তা করেছে (Government of West Bengal)। বর্তমানে বিভিন্ন সরকারি

কল্যাণমূলক প্রকল্পের বাস্তবায়ন ও নীতিগত পরিবর্তন সময়ে সময়ে ঘটে থাকে। তাই গবেষণায় শুধুমাত্র সরকারি নথি ও কার্যকর প্রকল্পগুলির তথ্যের ভিত্তিতে আলোচনা করা হয়েছে (Government of West Bengal)।

কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষা ও নারীকল্যাণমূলক উদ্যোগ : কেন্দ্রীয় সরকারও শিক্ষাগত বৈষম্য দূরীকরণ এবং শিক্ষার সর্বজনীন প্রসারের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও (Beti Bachao Beti Padhao … Ministry of Women and Child Development, Government of India; Ministry of Education, Government of India.) কর্মসূচির মাধ্যমে কন্যাশিশুর শিক্ষা ও সুরক্ষার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে (Government of India)। সমগ্র শিক্ষা অভিযান (Samagra Shiksha) প্রাক-প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত অন্তর্ভুক্তিমূলক ও মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পরিচালিত হচ্ছে (Ministry of Education)।

এছাড়া শিক্ষার অধিকার আইন, ২০০৯ (Right to Education Act...Government of India, The Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009.) ৬–১৪ বছর বয়সী সকল শিশুর জন্য অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করেছে, যা বিদ্যালয়ে ভর্তি বৃদ্ধি এবং বিদ্যালয় ত্যাগের হার কমাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে (Government of India)। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ (NEP 2020) শিক্ষায় সমতা, অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা, প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষাব্যবস্থা এবং দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে (Ministry of Education, Government of India, National Education Policy 2020.)।

তবে ক্ষেত্রসমীক্ষার অভিজ্ঞতা থেকে বলা যায়, শুধুমাত্র সরকারি প্রকল্প গ্রহণ করলেই সমস্যার সম্পূর্ণ সমাধান হয় না। অনেক ক্ষেত্রে পরিবার প্রকল্প সম্পর্কে জানে না, অথবা জানলেও তার যথাযথ ব্যবহার হয় না। তাই এই উদ্যোগগুলির সঙ্গে স্থানীয় স্তরে সচেতনতা বৃদ্ধি, শিক্ষক-অভিভাবকের নিয়মিত যোগাযোগ এবং সামাজিক মানসিকতার পরিবর্তন অত্যন্ত জরুরি।

শিক্ষাগত সুপারিশ :

- **অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল শিক্ষার্থীদের জন্য লক্ষ্যভিত্তিক আর্থিক সহায়তা ও বৃত্তি বৃদ্ধি :** বিশেষত মেয়েদের উচ্চশিক্ষা চালিয়ে যাওয়ার জন্য scholarship, fee concession, transport allowance এবং digital learning support আরও সম্প্রসারিত করা প্রয়োজন।
- **শিক্ষক-অভিভাবক সমন্বিত কাউন্সেলিং ব্যবস্থা গড়ে তোলা :** dropout-এর ঝুঁকিতে থাকা শিক্ষার্থীদের দ্রুত চিহ্নিত করে শিক্ষক, অভিভাবক এবং শিক্ষার্থীর মধ্যে নিয়মিত counseling ও follow-up ব্যবস্থা চালু করা জরুরি।
- **মেয়েদের জন্য নিরাপদ যাতায়াত ও সহায়ক শিক্ষার পরিবেশ নিশ্চিত করা :** দূরবর্তী কলেজে যাতায়াত, নিরাপত্তা এবং পারিবারিক আপত্তি কমানোর জন্য transport support, girls' common room এবং নিরাপদ campus environment অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
- **গৃহস্থালির কাজ ও বাল্যবিবাহের সামাজিক চাপ হ্রাসে সচেতনতা বৃদ্ধি :** পরিবার ও সমাজের মধ্যে gender equality, মেয়েদের উচ্চশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা এবং early marriage-এর ক্ষতিকর প্রভাব নিয়ে সচেতনতা কর্মসূচি গ্রহণ করা প্রয়োজন।
- **দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষা ও কর্মমুখী প্রশিক্ষণ চালু করা :** বিশেষত আর্থিক চাপে থাকা ছাত্রছাত্রীদের জন্য skill development, vocational training এবং part-time earning opportunity-এর সঙ্গে শিক্ষাকে যুক্ত করা দরকার।
- **সরকারি প্রকল্পের কার্যকর প্রয়োগ ও পর্যবেক্ষণ বৃদ্ধি :** Kanyashree, Shiksha সাথী, Yuvashree, Lakshmir Bhandar এবং অন্যান্য প্রকল্পের সুবিধা প্রকৃত উপভোক্তাদের কাছে পৌঁছচ্ছে কিনা তা নিয়মিত পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন করা উচিত।

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 64
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 583 - 597
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

- **সরকারি প্রকল্পের সঠিক ব্যবহার ও নিয়মিত মনিটরিং নিশ্চিত করা :** বর্তমানে শিক্ষার্থী ও নারীদের জন্য বিভিন্ন সরকারি প্রকল্প যেমন কন্যাশ্রী, সমগ্র শিক্ষা, যুবশ্রী, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রভৃতি চালু রয়েছে। তবে এই প্রকল্পগুলির সুবিধা প্রকৃত উপভোক্তাদের কাছে যথাযথভাবে পৌঁছচ্ছে কিনা এবং শিক্ষার্থীরা সেগুলি সঠিকভাবে শিক্ষার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করছে কিনা, তা নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা অত্যন্ত জরুরি। অনেকক্ষেত্রে এই সুবিধাগুলি অন্য কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে কিনা, তা যাচাই করার জন্য সরকারকে আরও উদ্যোগী হতে হবে। প্রয়োজনে বিদ্যালয়, কলেজ ও স্থানীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় একটি কার্যকর monitoring mechanism গড়ে তোলা প্রয়োজন, যাতে প্রকল্পগুলির মূল উদ্দেশ্য সফলভাবে বাস্তবায়িত হয়।

[**উৎস :** গবেষকের নিজস্ব ক্ষেত্রসমীক্ষায় প্রাপ্ত ফলাফল ও শিক্ষার্থীদের মতামতের ভিত্তিতে প্রণীত; সহায়ক নীতিগত ভিত্তি: Ministry of Education, Government of India (2020), National Education Policy 2020.]

শিক্ষাগত বৈষম্য হ্রাসে শিক্ষক ও অভিভাবকদের করণীয় : শিক্ষায় বৈষম্য কমানো এবং বিদ্যালয় ত্যাগ রোধে শিক্ষক ও অভিভাবক— উভয়ের ভূমিকাই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষক শুধু পাঠদানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নন; তিনি অনেক সময় শিক্ষার্থীদের পথপ্রদর্শক, পরামর্শদাতা এবং মানসিক ভরসার জায়গা হয়ে ওঠেন। যেসব শিক্ষার্থী পারিবারিক সমস্যা, আর্থিক চাপ বা সামাজিক কারণে নিয়মিত ক্লাস করতে পারে না, তাদের দ্রুত চিহ্নিত করে ব্যক্তিগতভাবে কথা বলা, counseling, mentoring এবং প্রয়োজন হলে remedial class-এর ব্যবস্থা করা জরুরি। একইসঙ্গে scholarship, Kanyashree এবং অন্যান্য সরকারি প্রকল্প সম্পর্কে সচেতন করাও শিক্ষকের দায়িত্ব।

অন্যদিকে, অভিভাবকদের উচিত ছেলে ও মেয়ের শিক্ষাকে সমান গুরুত্ব দেওয়া এবং মেয়েদের শিক্ষাকে শুধুমাত্র বিয়ের আগ পর্যন্ত সীমাবদ্ধ না ভেবে তাদের ভবিষ্যৎ স্বনির্ভরতা ও আত্মসম্মানের সঙ্গে যুক্ত করে দেখা। ঘরে পড়াশোনার জন্য সহায়ক পরিবেশ, নির্দিষ্ট সময় এবং মানসিক উৎসাহ শিক্ষার ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। [**উৎস :** গবেষকের নিজস্ব ক্ষেত্রসমীক্ষায় সংগৃহীত তথ্য, ২০২৬; সহায়ক নীতিগত তথ্য—Government of India ও Government of West Bengal-এর সংশ্লিষ্ট সরকারি নথি।]

উপসংহার : বর্তমান গবেষণায় প্রতীয়মান হয়েছে যে শিক্ষাগত বৈষম্য একটি বহুমাত্রিক সমস্যা, যার পেছনে অর্থনৈতিক, পারিবারিক, সামাজিক এবং তথ্যগত বিভিন্ন কারণ কাজ করে। শিক্ষক ও অভিভাবকদের সাক্ষাৎকারে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সচেতনতার অভাব, সঠিক দিকনির্দেশনার ঘাটতি এবং প্রথম প্রজন্মের শিক্ষার্থীদের বিশেষ সমস্যাগুলিও উঠে এসেছে। তাই শিক্ষাগত বৈষম্য হ্রাসের জন্য আর্থিক সহায়তা বৃদ্ধি, সচেতনতা গঠন এবং বিদ্যালয়, পরিবার ও সমাজের সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ অত্যন্ত প্রয়োজন। শিক্ষা সামাজিক সাম্য, ব্যক্তিগত উন্নয়ন এবং জাতীয় অগ্রগতির অন্যতম প্রধান ভিত্তি। কিন্তু বর্তমান গবেষণায় দেখা যায় যে হুগলি জেলার শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক, পারিবারিক এবং ভৌগোলিক কারণে শিক্ষাগত বৈষম্য বিদ্যমান। পরিবারের আর্থিক অবস্থা, অভিভাবকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা, শিক্ষাসামগ্রীর প্রাপ্যতা, প্রযুক্তিগত সুবিধা এবং গ্রামীণ-শহুরে বৈষম্য শিক্ষার্থীদের শিক্ষার সুযোগ ও শিক্ষাগত অর্জনের ওপর গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলে।

বৈষম্য দূর করার জন্য সকল শিক্ষার্থীর জন্য সমান শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিত করা, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অবকাঠামোগত উন্নয়ন, প্রযুক্তিগত সুবিধার সম্প্রসারণ, আর্থিকভাবে দুর্বল শিক্ষার্থীদের জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান এবং অভিভাবকদের শিক্ষাসচেতনতা বৃদ্ধি করা অত্যন্ত প্রয়োজন। পাশাপাশি সরকার, বিদ্যালয়, শিক্ষক, অভিভাবক এবং সমাজের সকল স্তরের সম্মিলিত উদ্যোগ শিক্ষাক্ষেত্রে বিদ্যমান বৈষম্য হ্রাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

Bibliography:

Government of India. The Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009. Ministry of Law and Justice, 2009

Ministry of Education. National Education Policy 2020. Government of India, 2020
Ministry of Education. Samagra Shiksha. Government of India
Government of India. Beti Bachao Beti Padhao. Ministry of Women and Child Development
Government of West Bengal. Kanyashree Prakalpa. Government of West Bengal
Government of West Bengal. Sabooj Sathi Scheme. Government of West Bengal
Government of West Bengal. Aikyashree Scholarship. Government of West Bengal
Government of West Bengal. Kanyashree Prakalpa Annual Report 2023. Government of West Bengal, 2023
Nussbaum, Martha C. Women and Human Development: The Capabilities Approach. Cambridge University Press, 2000
Rokeya, Begum. Sultana's Dream. 1905
Sen, Amartya. Development as Freedom. Oxford University Press, 1999
Tagore, Rabindranath. Towards Universal Man. Asia Publishing House, 1961
UNESCO. Global Education Monitoring Report 2023. UNESCO, 2023
United Nations. Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development. United Nations, 2015
United Nations. (2013, December 19). Education as the pathway towards gender equality. United Nations. https://www.un.org/en/node/26009 United Nations
India/ policy section-এর জন্য: Ministry of Education, Government of India. (2026). Major initiatives. https://www.education.gov.in/
Education Ministry: NITI Aayog. (2026). Education and social development initiatives. Government of India. https://www.niti.gov.in/
niti.gov.in : Government of West Bengal. (2026). Welfare schemes and educational initiatives. https://www.wb.gov.in/
wb.gov.in ,Data / Hooghly district section-এর জন্য: Census 2011. Office of the Additional District Magistrate & District Land and Land Reforms Officer, Hooghly (2023), District Survey Report of Hooghly District, p. 29 https://www.census2011.co.in/census/district/12-hugli.html, Census 2011 India
NFHS-based discussion-এর জন্য: International Institute for Population Sciences (IIPS) & ICF. (2021). National family health survey (NFHS-5), India report. Ministry of Health and Family Welfare